দৈনিক খবর

তারিখ 09 NOV 1991 পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

শিক্ষকদের কর্মবিরতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ খুলছে

॥ নজরুল ইসলাম মিঠু ॥

শিক্ষকদের কর্মবিরতি চলা সত্ত্বেও আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে।

গত ২৭শে অক্টোবর রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধে মোট চারজন নিহত হওয়ার ঘটনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম ৩১শে অক্টোবর ও পরে আরো সাতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও ক্লাশসমূহ স্থগিত ঘোষণা করেন। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সন্ত্রাস বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহবান জানান সরকারকে। এক সভায় তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন সন্ত্রাস দমনে প্রশাসন কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ২রা নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা কর্মবিরতি

২,এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের কর্মবিরতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পালন করবে, সেজন্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও ক্লাসমূহ দ্বিতীয় দফায় সাতদিন স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এদিকে পরবর্তী এক ঘোষণায় শিক্ষক সমিতি তাদের কর্মসূচীর বাইরে পরীক্ষাসমূহ রাখতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু একই সাথে তারা ক্যাম্পাসে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবী করলে পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে এ রকম জটিলতা সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তারপর কোন ঘোষণা না দেয়ায় একদিকে আজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা, অন্যদিকে শিক্ষক সমিতিও তাদের সিদ্ধান্তে অটল। তারাও কোন ঘোষণা এ পর্যন্ত দেননি, কবে নাগাদ তারা তাদের কর্মবিরতির সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

অন্যদিকে গত বৃহস্পতিবার দু'টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে উপাচার্যের সাথে সাক্ষাত করেছেন। তারা তাকে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। একই সাথে তারা ক্যাম্পাসে নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারেও সাধ্যমত কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসসমূহ আজ থেকে অনুষ্ঠিত হবে কিনা এ ব্যাপারে গতরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিঞার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'আমি আগামীকালই বলতে পারব কাল ক্লাস হবে কিনা।'

একদিকে শিক্ষকদের ধর্মঘট অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ও খোলা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই আজ থেকে ক্লাস অনুষ্ঠিত না হবারই কথা। পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে কিনা এ ব্যাপারে উপাচার্য জানান, আগামী ১২ই নভেম্বর থেকে নির্ধারিত রুটিন মাফিক পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার কথা বললে তিনি কর্তৃপক্ষ যতটুকু সম্ভব ততটুকু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

বিসাদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে যে ঐক্যমত গঠিত হয়েছে তা শুধুমাত্র পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে। তবে ক্লাশসমূহ অনুষ্ঠিত হবে কি-না সে ব্যাপারে তারা কর্তৃপক্ষের সাথে সুস্পস্ট কোন আলোচনা করেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রতিরাতেই বিক্ষিপ্ত কিছু গোলাগুলীর শব্দ শোনা যায়। তবে কারা এ গুলী বর্ষণ করে সে ব্যাপারে কিছুই জানা যায়নি। অভিজ্ঞমহল ধারণা করছেন নতুন কোন সন্ত্রাসী ঘটনা হয়তো আবারো অপেক্ষা করছে। এসব ব্যাপার বিবেচনা করলে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখনও অস্ত্রমুক্ত হয়নি বরং তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও হচ্ছে বিঘ্নিত। এখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তামূলক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা শুধু দেখার অপেক্ষা।

আগামীকাল থেকে ক্লাসমূহ ও আগামী ১২ই নভেম্বর থেকে পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে কিনা এ সম্বন্ধে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর সাথে গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এখন পরীক্ষা ও ক্লাস অনুষ্ঠান একরকম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।